ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৩৩৫
আগরতলা, ২১ জুন, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

'নগর পঞ্চায়েতের উদাসীনতায় সোনামুড়া থানা চত্বর বৃষ্টির জলে এলাকার, চরম ভোগান্তি' শিরোনামে ১৩-০৬-২০২৫ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এক স্পষ্টিকরণ জারি করেছে। স্পষ্টিকরণে বলা হয়েছে, গোমতী নদীর অববাহিকায় একটা অংশ নিয়ে গঠিত সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের এক বিশাল অংশ নিম্নাঞ্চল। ২.৫ কিমি দীর্ঘ একটি নালা ডিসিএম অফিস হয়ে এন সি নগরের গাজির আইল পর্যন্ত চলে গেছে। এই নালা দিয়েই সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের অধিকাংশ জল প্রবাহিত হয়ে থাকে। কিন্তু নালার নতুন অংশ জোত জমির মধ্য দিয়ে গেছে বলে সেই জমির মালিক নালার পাশে কিছু নির্মাণ করেছে। সেই কারণে জলের প্রবাহ কিছুটা প্রতিহত হচ্ছে এবং কখনো কখনো জল জমে যাচ্ছে। সোনামুড়া শহরের মাধ্যবর্তী এলাকা ও তামসাবাড়ির ৮, ১১, ১২ ও ১৩ নং ওয়ার্ড নিচু এলাকাতে হওয়ায় ভারী বর্ষায় জল জমে যায়। উল্লেখিত সোনামুড়া থানা ও ৮নং ওয়ার্ডের অধীন অর্থাৎ গোমতী নদীর অববাহিকায় নীচের দিকে রয়েছে। তাই বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলে নর্দমার জল উপরে উঠে আসে। নগর পঞ্চায়েতের কর্মীরা শহর ও নর্দমা পরিষ্কার যথারীতি করে যাচ্ছে। শহরের কোথাও বেআইনীভাবে মাটি ভরাট করার সংবাদ পাওয়া গেলে নগর পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা সেই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করে এধরণের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

তাই ভারী বৃষ্টির সময় সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কোথাও কোথাও জল জমে গেলেও নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছে পরিস্থিতি মোকাবিলার। তাছাড়া এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ২.৫ কিমি দীর্ঘ প্রধান ড্রেইন নির্মাণের জন্য একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে টুডার কাছে।

******